

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৭২১

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১১৬. রাফ'উল ইয়াদাইন (সালাতে দু' হাত উত্তোলন)

باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

আরবী

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ _ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ _ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ _ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ _ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَسْهُ مِنَ الرُّكُوعِ _ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

_ صحیح : ق

বাংলা

৭২১। সালিম (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাত আরম্ভকালে নিজের দু' হাত স্বীয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকু'তে গমনকালে এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর পরও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। তবে তিনি দু' সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না।[1]

সহীহ: বুখারী ও মুসলিম।

English

Salim reported on the authority of his father (Ibn 'Umar):

I saw the Messenger of Allah() that when he began prayer, he used to raise his hands opposite his shoulders, and he did so when he bowed, and raised his head after bowing. Sufyan(a narrator) once said: "When he raised his head:; and after he used to say: "When he raised his head after bowing.



He would not raise (his hands) between the two prostrations."

ফুটনোট

[1] বুখারী (অধ্যায়ঃ আযান, অনুঃ প্রথম তাকবীরে দু' হাত উত্তোলন, হাঃ ৭৩৫), মুসলিম (অধ্যায়ঃ সালাত, অনুঃ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো মুস্তাহাব) উভয়ে ইবনু শিহাব সূত্রে।

মুখে নিয়্যাত পাঠ বিদ'আতঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা 'আল্লাহু আকবার' বলে দু' হাত উত্তোলন করে সালাত আরম্ভ করতেন। এর পূর্বে মুখে কোনে নিয়্যাতনামা পাঠ করতেন না। সুতরাং সালাত আরম্ভের পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পাঠ করা বিদ'আত। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

- ১। মোল্লা 'আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করেছেন। তথাপি তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক ওয়াক্ত সালাতে নিয়াত করছি। সুতরাং তাঁর এ নিয়াত না করাটাই সুন্নাত। যেমন তাঁর কোনো কাজ করাটা সুন্নাত। (জেনে রাখুন) শব্দ উচ্চারণ করে নিয়াত করা জায়িয় নয়। কারণ এটি বিদ'আত। সুতরাং যে কাজ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি তা যে করে সে বিদ'আতী। (দেখুন, মিরকাত ১/৩৬, ৩৭)।
- ২। আব্দুল হাই লাখনৌভী (রহঃ) লিখেছেনঃ মুখে নিয়্যাত পাঠ করা বিদ'আত। (দেখুন, সিরাতুল মুস্তাকীম)।
- ৩। আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসের কিছু হাফিয় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ ও যঈফ কোনো সনদেও এ কথা প্রমাণিত নেই য, তিনি সালাত আরম্ভ করার সময় বলতেন যে, আমি এই এই সালাত আদায় করছি। কোনো সাহাবী এবং তাবেঈ থেকেও প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আরম্ভের সময় কেবল তাকবীর বলতেন। তাই মুখে নিয়াত পাঠ করা বিদ'আত। (দেখুন, ফাতহুল কাদীর ১/৩৮৬, কাবীরী ২৫২ পঃ)।
- ৪। আব্দুল হাক্ব দেহলৌভী হানাফী (রহঃ) লিখেছেনঃ মুখে নিয়্যাত পাঠ করা না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, না সাহাবায়ি কিরাম থেকে, না তাবেঈ থেকে, কারো থেকেই কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন শুধু আল্লাহু আকবার বলতেন। এর পূর্বে মুখে নিয়্যাত করার কোনো শব্দ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সেজন্য মুহাদ্দিসগণ মুখে নিয়্যাত পাঠ করাকে বিদ'আত ও মাকরহ বলেছেন। (দেখুন, ফাতহুল কাদীর, মাদারিজুন নাবুওয়্যাত)।
- ৫। আল্লামা শামী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ হিলয়্যাহতে একটা বাড়ী আছে যে, চার ইমাম থেকেও মুখে নিয়্যাত করা প্রমাণিত নেই- (দেখুন শামী ১/৩৮৬)। হানাফী ফিক্কাহ মুনয়্যাহতেও ঐরূপ আছে। (বাহরূর রায়িক ১/২৭৮)।



৬। আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) লিখেছেনঃ মুসল্লী যে সালাত আদায় করবে তা স্থির সংকল্প করে নিবে। মুখে নিয়াত পাঠ করা কোনই আবশ্যকতা নেই। বরং মনে মনে একটু চিন্তা করে নেয়াই যথেষ্ট যে, আমি এই (উদাহরণস্বরূপ) যুহরের সালাত আদায় করছি। এতটুকু মনে নিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধলেই হয়ে যাবে। আর জনসমাজের যেমন নিয়াতনামা প্রচলিত আছে তা পাঠ করার কোনই আবশ্যকতা নেই। (দেখুন, বেহেশতি জেওর ২/১৭-১৮)।

৭। কিরামাত আলী জৌনপুরী হানাফী সাহেব লিখেছেনঃ অন্তরেই সালাতের নিয়াত করে নিবে অর্থাৎ মনে প্রাণে বুঝবে যে, আমি (যেমন ফজরের ফার্য সালাদ আদায় করছি) এ জন্য মুখে নিয়াত পাঠের কোনই প্রয়োজন নেই। (দেখুন, রাহেনাজাত, পৃঃ ৯)।

৮। হানাফী ফিকাহ দুররে মুখতারে রয়েছেঃ নিয়্যাতনামা অর্থাৎ 'নাওয়াতুন আন…' পাঠ সম্পর্কে সহীহ হাদীস তো দূরের কথা কোনো যঈফ হাদীসেও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট চারজন ইমামের কোনো একজনও নিয়্যাতনামা পাঠ দ্বারা সালাত আদায় করতেন না। সারকথা হচ্ছে, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র মনস্থ করে এটাই জানা যায় যে, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার বস্তু নয়। নিয়্যাতের নামে মুখে মুখে কিছু বলা সুন্নাতের বিপরীত, কাজেই মুখে নিয়াত উচ্চারণ করা বিদ'আত। (দেখুন, দুররে মুখতার ১/৪৯, হিদায়া ১/২২)।

সম্ভবতঃ এ কারণেই হানাফী ফিকাহর কোনো গ্রন্থে যেমন, হিদায়া, শারহু বিকায়া, কুদরি, ফাতহুল কাদীর, নুরুল ইযাহ, দুররে মুখতার, মারাকিল ফারাহ, আল জাওহারুল নাইযিরাহ. রন্দুর মুহতার, বাহরর রায়িক, মুন্য়্যাতুল মুসল্লী, গুন্য়্যাতুল মুসতামলী, কান্যুদ দাকায়িক, হাশিয়াহ, তাহতাভী প্রভৃতিতে সালাতের নিয়্য়তের কোন শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না। (দেখুন, সালাতে মুস্তাফা)।

৯। হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবে ফাতাওয়াঃ মালিকী মাযহাব অনুসারীগণের মতে মুখে উচ্চারণ করে এরূপ নিয়্যাত করা মাকরূহ এবং হাম্বলীদের মতে বিদ'আত। (দেখুন, মিরকাত ১/৩৬)।

১০। হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেনঃ নিয়াত হচ্ছে সংকল্প করা। এর জায়গা মন ও হৃদয় যার সাথে মুখের কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর কোনো সাহাবী থেকেও নিয়াতের ব্যাপারে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। পাক হওয়ার এবং সালাত শুরু করার সময় নিয়াতের নামে যেসব শব্দ তৈরী করা হয়েছে তা হলো খুতে খুতে লোকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য শায়ত্বানের কুমন্ত্রণা। নাবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন 'আল্লাছ আকবার' এবং তার আগে কিছু বলতেন না। নিয়াতের শব্দ উচ্চারণ করতেন না। এ কথাও বলতেন না যে, অমুক সালাত পড়ছি কিবলাহর দিকে মুখ করে, চার রাক'আত ইমাম হয়ে কিংবা মুক্তাদী হয়ে। এ কথাও না যে, এটা আদায় করছি বা কাষা করছি কিংবা ফারজ সালাত পড়ছি। সুতরাং এসব বিদ'আত। নাবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে কিংবা দুর্বল সনদে অথবা মুসনাদ মুরসাল সনদেও এরূপ (নিয়্য়াতনামা) কখনো বর্ণিত হয়নি। তাঁর সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সাহাবী থেকেও এর কোনো প্রমাণ নেই। কোনো তাবেঈ এবং চার ইমামও (নিয়্য়াতনামা) পড়াকে পছন্দ করেনি। (দেখুন, ইগাসাতুল লুহফান ১/১৩৬, যাদুল মা'আদ ১/৫১)।



হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী 🛘 বর্ণনাকারীঃ সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন